সোয়াইন ফ্লু-তে মৃত ১৩

গত জানুয়ারি থেকে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে সোয়াইন ফ্লু–তে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। যার মধ্যে অধিকাংশই বিদর্ভ অঞ্চলের।

বাণিজ্য সংবাদ

বাড়তি তেল

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতে অপরিশোধিত তেল বিক্রির পরিমাণ বাড়াতে চায় ভেনেজুয়েলা। ভারতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে একথা জানিয়েছেন ভেনেজুয়েলার মন্ত্রী ম্যানুয়েল কিউভেডো। একই সঙ্গে তিনি জানান, আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা জারি করায় ভেনেজুয়েলার অর্থনীতিতে ২ হাজার কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে। কিউভেডো সোমবার ভারতের পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে দেখা করেন। পরে তিনি জানান, ভেনেজুয়েলা এখন প্রতিদিন ১.৫৭ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদন করে। তিনি বলেন, ‘ভারতের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর সঙ্গে আবার বৈঠক হবে। ভারতের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক আমরা বজায় রাখতে চাই।’

ভাড়া বাড়বে

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ এই বছর হোটেল ভাড়া ৮–১০ শতাংশ বাড়তে পারে। আইটিসি, অ্যাকর হোটেলস এবং সরোবর গ্রুপ ভাড়া বাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আইটিসি হোটেলসের চিফ এগ্‌জিকিউটিভ দীপক হাকসার বলেছেন, ‘২০১৮–১৯ আর্থিক বছরে ব্যবসায় ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। ফলে গত বছরের তুলনায় ভাড়া বাড়ানোর কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।’ কলকাতায় তাঁদের নতুন হোটেল আইটিসি রয়াল বেঙ্গল শীঘ্রই চালু হবে বলে দীপক হাকসার জানান।

বিনিয়োগ প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতে পেট্রোলিয়াম শিল্পে আরও বিনিয়োগে আগ্রহী সংযুক্ত আরব আমিশাহী (ইউএই)। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে ৪৪০০ কোটি ডলারের রিফাইনারি–কাম–পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্পে যৌথভাবে ৫০ শতাংশ শেয়ার নিয়েছে আবু ধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি (অ্যাডনক) এবং সৌদি অ্যারামাকো। ইউএই–র মন্ত্রী এবং অ্যাডনক–এর সিইও সুলতান আহমেদ আল জাবের বলেছেন, তাঁরা ডাউনস্ট্রিমে বিনিয়োগে আগ্রহী।

ফিনটেক সেন্টার

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ নভি মুম্বইয়ে স্মার্ট ফিনটেক সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে রিলায়েন্স রিয়ালটি। এ ব্যাপারে তারা সরকারি অনুমোদন পেয়ে গিয়েছে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। ধীরুভাই আম্বানি নলেজ সিটিতে এই ফিনটেক সেন্টার তৈরি হবে। সেখানে ৩০ মিলিয়ন বর্গফুট এলাকা বিক্রি অথবা লিজ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

রাফায়েল চুক্তি থেকে দুর্নীতি বিরোধী শর্ত বাদ

মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাফায়েল নিয়ে নতুন করে অস্বস্তিতে পড়ল কেন্দ্র। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে রাফায়েল চুক্তি থেকে দুর্নীতি বিরোধী জরিমানার শর্ত বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। একটি ইংরেজি দৈনিকে সোমবার প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, ফ্রান্সের ড্যাসল্ট অ্যাভিয়েশনের কাছ থেকে যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তিতে প্রতিরক্ষা সামগ্রী কেনাবেচা সংক্রান্ত নিয়ম (ডিফেন্স প্রোকিয়োরমেন্ট প্রসিডিয়োর বা ডিপিপি) মানা হয়নি। আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিরক্ষা লেনদেনের ক্ষেত্রে সব দেশই ডিপিপি মেনে চুক্তি করে। যার মধ্যে অন্যতম হল, চুক্তিতে দুর্নীতি বিরোধী জরিমানার শর্ত থাকার বিষয়টি। অভিযোগ, চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মন্ত্রীগোষ্ঠীর এক বৈঠকে রাফায়েল চুক্তি থেকে এই শর্তটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ‘এস্ক্রো অ্যাকাউন্ট’–এর মাধ্যমে নির্মাতা সংস্থা ড্যাসল্টকে রাফায়েল কেনার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তও স্থগিত রাখা হয়।

মন্ত্রীসভার ওই বৈঠকে বিমান সরবরাহের সময়সূচি, অফসেট বরাত প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন সহ চুক্তির মোট ৮টি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বদলের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ২০১৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ড্যাসল্ট ও ভারত সরকারের মধ্যে ৩৬টি রাফায়েল যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এজন্য ভারতের খরচ হচ্ছে ৫৮,৮৯১ কোটি টাকা। চুক্তির ঠিক একমাস আগে নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠকে চুক্তির শর্ত পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। রাফায়েল চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েকদিন আগে (সেপ্টেম্বর মাসে) মন্ত্রীগোষ্ঠীর সিদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর লাগিয়েছিল তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিকরের নেতৃত্বাধীন ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল (ডিএসি)। অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন কাউন্সিলের তৎকালীন সচিব তথা ভাইস অ্যাডমিরাল অজিত কুমার।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ডিএসি–র বৈঠকে মন্ত্রীগোষ্ঠীর প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি। আপত্তি জানিয়েছিলেন রাফায়েল ইশ্যুতে ফরাসি সরকার ও ড্যাসল্টের সঙ্গে আলোচনাকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য এম পি সিং, বায়ুসেনার যুগ্মসচিব রাজীব বর্মা ও বায়ুসেনার অর্থনীতি সংক্রান্ত ম্যানেজার এ আর সুলে। যদিও শেষপর্যন্ত তাঁদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয়নি। আরও জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যুদ্ধবিমানগুলি ভারতের হাতে তুলে দিতে না পারলে ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এমন শর্তও চুক্তিতে রাখা হয়নি। পরিবর্তে ৮ সেপ্টেম্বর ফরাসি প্রেসিডেন্টের তরফে ভারত সরকারকে একটি চিঠি লেখা হয়। চিঠিতে সময়মতো বিমান সরবরাহের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই চিঠির কোনো আইনি বৈধতা নেই।

এস্ক্রো অ্যাকাউন্ট হল একটি বিশেষ ধরনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেখানে বিক্রেতার সম্মতিতে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকা টাকা জমা রাখেন ক্রেতা। অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা লেনদেনের দায়িত্বে থাকেন একজন এজেন্ট। দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত এভাবেই লেনদেন হয়ে থাকে। রাফায়েলের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সেই নিয়ম মানা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। খবর প্রকাশের পরেই মোদি সরকারকে নিশানা করেছেন কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। টুইট করে তিনি বলেছেন, ‘সরকার ভেবেছিল চুক্তি নিয়ে অনিয়ম গোপন রাখবে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তাদের কীর্তি সামনে চলে এসেছে।’ ইউপিএ সরকারে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলানো চিদম্বরম আরও বলেছেন, রাষ্ট্রীয় অথবা ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়া, এস্ক্রো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার না করে বিপুল পরিমাণ টাকা আগাম হিসেবে নির্মাতা সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। রাফায়েল চুক্তিতে দুর্নীতি বা এজেন্সি কমিশন আটকানোর ব্যবস্থাই নেই। লখনউয়ের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে দিল্লিতে অন্ধ্রভবনের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘চৌকিদার নিজেই দরজা খুলে দিয়ে অনিল আম্বানিকে ৩০,০০০ কোটি টাকা চুরি করতে সাহায্য করেছেন। প্রধানমন্ত্রী যে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তা নিয়ে সন্দেহ নেই।’

আজই পেশ হতে পারে ক্যাগ রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাফায়েল চুক্তি নিয়ে রিপোর্ট জমা দিল কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটার জেনারেল (ক্যাগ)। সোমবার অডিট রিপোর্টটি রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই সপ্তাহের মধ্যেই সেটি সংসদে পেশ করা হবে বলে ক্যাগ জানিয়েছে। সূত্রের খবর, রিপোর্টটি মঙ্গলবারই সংসদে পেশ করা হতে পারে। রাফায়েল চুক্তি নিয়ম মেনে হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার দায়িত্বে রয়েছে ক্যাগ। রবিবার তদন্ত প্রক্রিয়া থেকে ক্যাগের অন্যতম কর্তা রাজীব মহেশ্বরীর অপসারণের দাবি জানিয়েছিল কংগ্রেস। দলের নেতা কপিল সিবাল জানান, রাফায়েল চুক্তি নিয়ে দরকষাকষির সময় কেন্দ্রীয় অর্থসচিবের পদে ছিলেন মহেশ্বরী। এধরনের পদে থাকা ব্যক্তির পক্ষে নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব কিনা সেই প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেসের আইনজীবী নেতা।

লখনউয়ে জনতার মাঝে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। সঙ্গে রয়েছেন রাহুলও। – পিটিআই

ইন্দিরাকে মনে করিয়ে রোড শোয়ে ঝড় প্রিয়াঙ্কার

লখনউ, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ এ তো নিছক রাজনীতিতে নামা নয়, আবির্ভাব। পরনে সবুজ–সাদা চেক কাটা হালকা রংয়ের সালোয়ার। গলায় জড়ানো ওড়না দুলছে হাওয়ায়। দাদা রাহুল গান্ধিকে পাশে নিয়ে লখনউ বিমানবন্দরের বাইরে পা রাখতেই সবকিছু চাপা পড়ে গেল দলীয় সমর্থকদের হর্ষধ্বনিতে। শঙ্খ বাজিয়ে, ফুলের পাপড়ি উড়িয়ে বরণ করা হল কংগ্রেসের সদ্য সাধারণ সম্পাদক হওয়া প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদরাকে। হিন্দি বলয়ের হারানো জমি পুনরুদ্ধারের লড়াই শুরু হয়ে গেল সোনিয়া–কন্যার রোড শোয়ের মধ্য দিয়ে।

এদিন বেলা একটা নাগাদ প্রিয়াঙ্কার রোড শো শুরু হয় চৌধুরি চরণ সিং বিমানবন্দর চত্বর থেকে। সুসজ্জিত বাসের ছাদে সওয়ার হয়ে শুরু হয় ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ শোভাযাত্রা। প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি রাজ বব্বর সহ অন্যরা। গোটা রাস্তাটাই মোড়া ছিল ফ্লেক্স, ব্যানার দিয়ে। সমর্থকদের হাতে হাতে ফুল, প্ল্যাকার্ড, মুখে স্লোগান। শয়ে–শয়ে সমর্থকদের দেখা গেল বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে, নেত্রীর কাছাকাছি থাকতে। কংগ্রেস কর্মীদের পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের মধ্যেও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রিয়াঙ্কাও পালটা কখনও নমস্কার করলেন, কখনও হাত নাড়লেন তাঁদের উদ্দেশে। বিমানবন্দর থেকে বাস আলমবাগ, চারবাগ, হুসেনগঞ্জ, লালবাগ, হজরতগঞ্জ পেরিয়ে কংগ্রেস দপ্তর নেহরু ভবনে আসতে কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল। কারণ, যেতে যেতে বহু জায়গায় থামতে হল, রাহুল ও অন্য নেতারা ভাষণ দিলেন পথসভার কায়দায়। রাফায়েল সহ বিভিন্ন ইশ্যুতে নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধতে ভোলেননি রাহুলরা। রোড শোয়ের সমাপ্তিতে কংগ্রেস দপ্তরে প্রিয়াঙ্কাকে অভ্যর্থনা জানায় গোলাপি জামা পরা ‘প্রিয়াঙ্কা সেনা’রা। এদিনই টুইটারে যোগ দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা।

‘দেশের জন্য তোমাকে উৎসর্গ করলাম’, আবেগতাড়িত রবার্ট

স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার সক্রিয় রাজনীতিতে নামার মুহূর্তটিকে উপেক্ষা করতে পারেননি স্বামী রবার্ট ভদরা। রোড শোয়ের দিন প্রিয়াঙ্কার সুরক্ষা কামনা করে ফেসবুকে বেশ আবেগতাড়িত পোস্ট দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তিনি লেখেন, ‘পি, তোমার জন্য আমার শুভকামনা। সব সময় তোমার সঙ্গে আছি, থাকব...।’ তারপর দেশের বর্তমান হিংসাত্মক রাজনৈতিক প্রবাহে উদ্‌বিগ্ন রবার্ট ভদরার কাতর আর্জি দেশবাসীর উদ্দেশে, ‘দেশের কাজে তাঁকে উৎসর্গ করলাম। আপনারা ওঁকে রক্ষা করবেন।’

লুকিয়ে বাঁচতে চান না রুশদি

প্যারিস, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ যুগ পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিতর্কিত লেখক সলমন রুশদির উপর থেকে তেহরান সরকারের জারি করা মৃত্যু ফতোয়া ওঠেনি। দীর্ঘ ৩০ বছর পর এই বিষয়ে প্যারিসে মুখ খুলে রুশদি বলেন, ‘আমি লুকিয়ে বাঁচতে চাই না।’ বীতশ্রদ্ধ রুশদি বলেন, ‘আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি সেখানে সমস্ত কিছুর বদল খুব তাড়াতাড়ি ঘটে। কিন্তু এটা (মৃত্যু ফতোয়া জারি) খুব পুরোনো বিষয়। যখন ফতোয়াটি জারি হয়েছিল তখন আমার বয়স ছিল ৪১। এখন আমি ৭১।’ গত ৩০ বছর ধরে প্রায় বন্দিজীবন কাটাচ্ছেন রুশদি। কিন্তু তাঁর স্বাধীনচেতা ব্যক্তিসত্তা যে এখনও জীবিত রয়েছে তা রুশদির এই মন্তব্যেই স্পষ্ট।

নাইডুর পাশে মমতা, মনমোহন

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ‘গণতন্ত্র বাঁচাতে’ মমতার ধরনায় ছুটে এসেছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। এবার দিল্লিতে চন্দ্রবাবুর ধরনায় সমর্থন জানিয়ে এগিয়ে এসেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামীকাল তিনি দিল্লিতে চন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখাও করবেন বলে সূত্রের খবর। সোমবার তৃণমূলের এক প্রবীণ নেতা বলেন, ‘দিল্লিতে চন্দ্রবাবুর অনশন ধরনাকে সমর্থন জানিয়েছেন দলনেত্রী মমতা। তিনি দলের সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েনকে নির্দেশ দিয়েছেন ধরনামঞ্চে হাজির থাকতে। কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপির বিরোধী জোটকে শক্তিশালী করার জন্যই আমরা চন্দ্রবাবুর পাশে থাকব।’

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে সোমবার রাজধানীতে অন্ধ্রপ্রদেশ ভবনে এক দিনের ধরনায় বসেন চন্দ্রবাবু নাইডু। এই ধরনার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ধর্মা পোরাটা দীক্ষা’ বা ‘ন্যায়ের জন্য দিনভর প্রতিবাদ’। এদিন ধরনা শুরু হয় রাজঘাটে গান্ধিমূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে।

অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য স্পেশাল স্টেটাস–এর দাবি জানিয়ে এই ধরনা অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর অভিযোগ, ২০১৪–য় ক্ষমতায় এসে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পালন করেনি। কথা দিয়ে কথা রাখেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি দলীয় প্রচারে সরকারি কোশাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে পারেন। কিন্তু রাজ্যকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের ক্ষেত্রে তাঁর হাত দিয়ে জল গলে না। মোদি যদি দাবি পূরণ না করেন, তাহলে রাজ্যের মানুষ জানেন কীভাবে তা আদায় করে নিতে হয়। যদিও রবিবার অন্ধ্রের গুন্টুরে রোড শো করতে এসে চন্দ্রবাবুকে একহাত নেন মোদি। এদিন মোদিকে জবাব দিয়ে চন্দ্রবাবু পালটা বলেন, ‘মোদি কাজের কাজ না করে সবসময় ব্যস্ত থাকেন বিরোধী নেতানেত্রীদের ব্যক্তিগত আক্রমণ শানাতে। এ থেকেই তাঁর অবস্থান স্পষ্ট।’

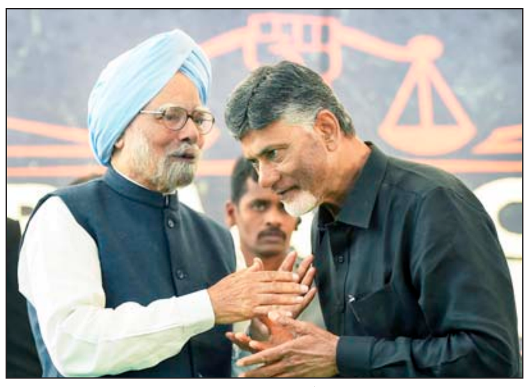

চন্দ্রবাবুর ধরনাকে উপলক্ষ্য করে এদিন আরও একবার বিরোধী জোটের মহড়া হয়ে যায়। ধরনা মঞ্চে হাজির হতে দেখা যায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং থেকে শুরু করে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি, ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ফারুক আবদুল্লা, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন প্রমুখ নেতৃত্বকে। ধরনা মঞ্চ থেকেই তাঁরা একজোট হয়ে আক্রমণ করেন মোদিকে। চন্দ্রবাবুর দাবিকে সমর্থন করে মনমোহন সিং বলেন, ‘অন্ধ্রকে বিশেষ সুবিধা ও প্যাকেজ দেওয়া উচিত কেন্দ্রের। সংসদে আলোচনার সময় সকলেই তা সমর্থন করেছিল।’ রাহুল গান্ধি ও কেজরিওয়াল বলেন, অবিজেপি রাজ্যগুলিকে মোদি সরকার গুরুত্বই দেয় না। বরং যতরকমভাবে পারে চেষ্টা করে বাধা দিতে। ফারুক আবদুল্লা বলেন, ‘মোদি দেশকে ভাগ করার খেলা খেলছেন। আমরা চেষ্টা করছি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে। সেই কারণেই এই জোট।’

অডিয়ো ক্লিপে তাঁরই গলা, কবুল ইয়েদুরাপ্পার

বেঙ্গালুরু, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ফাঁস হওয়া অডিয়ো ক্লিপে যে কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে, সেটা তাঁরই বলে স্বীকার করে নিয়েছেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রবীণ নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পা। তিনি বলেছেন, ‘ওটা আমারই গলা।’ তাহলে এতদিন অস্বীকার করছিলেন কেন জানতে চাইলে ইয়েদুরাপ্পা কোনো জবাব দেননি। কয়েকদিন আগে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এইচডি কুমারাস্বামী একটি অডিয়ো ক্লিপ ফাঁস করেন। ওই অডিয়ো ক্লিপে শোনা যাচ্ছে, জেডিএস বিধায়ক নগন গৌড়াকে তাঁর ছেলে শরণ গৌড়ার সাহায্যে ৫০ কোটি টাকা দেওয়ার টোপ দিচ্ছেন ইয়েদুরাপ্পা। এই অডিয়ো ক্লিপ সামনে আসতেই তা নিয়ে হইচই শুরু করে জেডিএস এবং কংগ্রেস। ইয়েদুরাপ্পার সাফাই, ‘এটা সত্যি, আমি শরণ গৌড়ার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কুমারস্বামীই তাঁকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে। তারপর অবশ্য সেই অডিয়ো বিকৃত করা হয়েছে। তারা আমাকে দিয়ে কিছু কথা বলিয়ে নিয়েছে। তারপর সেটা ইচ্ছেমতো বিকৃত করে বাজারে ছেড়ে দিয়েছে।’

চন্দ্রবাবুর ধরনায় সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার রাজধানীর অন্ধ্র ভবনে চন্দ্রবাবু নাইডুর ধরনা মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন এনডিএ’র অন্যতম শরিক শিবসেনা’র সঞ্জয় রাউত। আচমকা তাঁর উপস্থিতিতে সাড়া পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে। চমকে গিয়েছেন অনেকেই। অন্ধ্রপ্রদেশকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে এই প্রথম রাজ্যের বাইরে ধরনা শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অন্ধ্র ভবনে রাউতের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে, টিডিপি’র দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছে শিবসেনা। রাউত কেন সেখানে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে তাঁর কোনো মন্তব্য জানা যায়নি। এদিকে, এনডিএ’র চালিকাশক্তি বিজেপির সঙ্গে শিবসেনার সম্পর্ক এই মুহূর্ত মোটেই ভালো নয়। লোকসভায় মহারাষ্ট্রের ৪৮ আসনের মধ্যে ৪৩টা আসনই বিজেপি পাবে বলে গত সপ্তাহে অমিত শা’কে জানিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। বিজেপি নেতার এই অত্যধিক আস্থা নিয়ে শিবসেনা’র কটাক্ষ, ‘ইভিএম এবং বিজেপির ক্ষীণ আস্থার দৌলতে এবার লন্ডন, আমেরিকাতেও পদ্মফুল ফুটতে পারে। কিন্তু অযোধ্যায় রামমন্দির কেন হল না। সেটাই বলতে হবে বিজেপিকে।’ এনডিএ শরিক শিবসেনা বিজেপির প্রতি ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ। মুখপত্র ‘সামনা’র একটি প্রবন্ধে তারই উল্লেখ রয়েছে। শিবসেনার বক্তব্য, শুধু আসনের কথাই ভাবছে বিজেপি। শরিকদের ব্যাপারে কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না। কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে কিছু ভাবছে না মহারাষ্ট্র সরকার।

আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে আশা মোদির

নয়ডা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে ভারত। সোমবার একথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গ্রেটার নয়ডায় এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদি বলেন, ‘আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। আগামী বছরগুলিতেও এই গতি বজায় থাকবে বলে আশা করা যায়। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির মর্যাদা পাবে ভারত।’ প্রসঙ্গত, সমীক্ষক সংস্থা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হবে ভারত। আর আমেরিকাকে টপকে বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে উঠে আসবে চিন। আমেরিকা নেমে যেতে পারে তৃতীয় স্থানে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আর্থিক শক্তির বিচারে বিশ্বের মধ্যে ষষ্ঠস্থানে রয়েছে ভারত। আমরা বিশ্বের দ্রুততম অর্থনীতির মর্যাদা পেয়েছি। পরিশোধিত খনিজ তেলের সঞ্চয়ের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে রয়েছি।’

সংখ্যালঘু কারা, জানাতে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কারা সংখ্যালঘু, তা নিয়ে তিন মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনকে নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। রাজ্যওয়াড়ি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা বিচার করে ‘সংখ্যালঘু’ শব্দের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা উচিত বলে একটি আবেদন আদালতে জমা পড়েছিল। আদালতে আর্জিটি জানান বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়। তিনি বলেন, সংখ্যালঘু কারা তা শনাক্তকরণের জন্য নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও বিধি থাকা উচিত। দেশের সব জায়গায় জনসংখ্যা–চিত্র এক নয়। কোথাও হয়তো কোনো গোষ্ঠী দলে ভারী। কোথাও নয়। ভারতে সাধারণভাবে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা। কিন্তু জম্মু–কাশ্মীর এবং উত্তর–পূর্বাঞ্চলের একাধিক রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু নয়। ওইসব রাজ্যে হিন্দুরা পশ্চাৎপদ এবং উন্নয়ন বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বিশেষ সুবিধা পান না তাঁদের ‘সংখ্যালঘু’ শংসা না থাকায়। বর্তমানে যেভাবে জাতীয়স্তরে ‘সংখ্যালঘু’ শনাক্তকরণের নিয়ম রয়েছে, তা সংবিধানের সমতার নীতির পরিপন্থী বলেও দাবি করা হয়েছে আর্জিতে। এই প্রেক্ষিতে এদিন সুপ্রিমকোর্ট ‘সংখ্যালঘু’ তকমাটিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে কমিশনকে।

রাষ্ট্র ভুলেছে, কিন্তু নাগরিকরা ভোলেননি নেতাজির অবদান

দেশনায়কের পথে
মালয়েশিয়া পর্ব

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

১৯০৯ সালের ১৫ জুলাই মালয়েশিয়ার ইপো শহরে জন্মেছিলেন সত্যানন্দ। বাবা ছিলেন রাবার প্ল্যান্টার। ছোটোবেলাতেই সত্যানন্দ তাঁর মা–বাবাকে হারিয়েছিলেন। কাকার তত্ত্বাবধানে ইপোর সেন্ট মাইকেলস ক্যাথলিক স্কুলেই হয়েছিল তাঁর ছোটোবেলার পড়াশোনা। ১৯২২–এ স্বামী অভেদানন্দজি যখন মালয়ে আসেন তখন তাঁর কাছেই প্রথম ভাগবদ্‌গীতার শিক্ষা নিয়েছিলেন সত্যানন্দ। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৭–এ চাকরি, সংসার ছেড়ে এলাহাবাদে মন্ত্রদীক্ষা নেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজির কাছে। এরপর ভারত, শ্রীলঙ্কা, বর্মায় ঘুরে বেড়ান পরিব্রাজকের মতো। এই সময়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় গান্ধিজি, ড. রাধাকৃষ্ণণ, রমন মহর্ষি এবং ঋষি অরবিন্দের। ১৯৪০–এ সত্যানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী কৈলাসম) দায়িত্ব নেন রামকৃষ্ণ মিশন সিঙ্গাপুরের বিবেকানন্দ বয়েজ এবং সারদামণি গার্লস স্কুলের। এরপর সিঙ্গাপুরে নেতাজির আগমন এবং তাঁর অন্তিম সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা তো অল্পবিস্তর ইতিমধ্যেই লিখেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যবনিকা এবং ব্রিটিশদের মালয় উপমহাদেশ পুনর্দখল করার পর অত্যাচার নেমে আসে স্বামী সত্যানন্দজির উপর। তাঁকে কখনও আক্রমণ, কখনও গৃহবন্দি করে রাখা হয়। নেতাজির সঙ্গে এবং দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যাংকক কনফারেন্স থেকে জন থিভি–র সঙ্গে মালয় ইন্ডিয়ান কংগ্রেস স্থাপন, সব জায়গাতেই ছিল স্বামী সত্যানন্দের অগ্রণী ভূমিকা। আজ কুয়ালালামপুরের এক মফস্‌সলে স্বামী সত্যানন্দ স্থাপিত পিয়োর লাইফ সোসাইটিতে এসে মন সত্যিই ভরে যায়। একটা জীবন কীভাবে দেশপ্রেম থেকে মানুষের সেবায় বারবার নিঃস্বার্থভাবে নিয়োগ করা যায় তা নিজের জীবন এবং কাজের মাধ্যমে দেখিয়ে গিয়েছেন স্বামী সত্যানন্দ। তাঁর মতো মানবদরদি, আত্মত্যাগে সদা প্রস্তুত মানুষকে নেতাজি যে কেন এত গভীর সখ্যে বেঁধেছিলেন তা বুঝতে আর অসুবিধে হয় না। মনে হয় তাঁর প্রতি নেতাজির ভ্রাতৃপ্রতিম স্নেহও ছিল। হাজার হোক, নেতাজির থেকে বয়সে ১২ বছর ছোটো ছিলেন সত্যানন্দ।

২৬ জানুয়ারির সকাল। তামান দুতায় ভারতীয় হাই কমিশনে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ এসেছিল নীলাঞ্জনাদির সূত্রে। আমন্ত্রণপত্রে সকাল ৮.১৫–র মধ্যে সবাইকে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল দূতাবাসের তরফে, যাতে ঠিক ৯টায় অনুষ্ঠান শুরু করা যায়। এদিকে তামান দুতা অঞ্চলে কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যায় না, তাই বাধ্য হয়েই একটা ট্যাক্সি নিতে হয়েছিল। ৮টা বাজার অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। দেখছিলাম সাজো সাজো রব। একটা টিলার উপর সুন্দর ভিলা গোছের বাড়ি, ল্যান্ডস্কেপড গার্ডেন, গাড়ি বারান্দা, উঠোন, পর্চ, ব্যাকইয়ার্ড–সবমিলিয়ে বেশ রাজকীয় ব্যবস্থা। তখনও অতিথিরা কেউ আসেননি, তাই ভিতরে ঢুকতে একটু ইতস্তত করছিলাম। এমন সময় দেখি এক সুবেশ ভদ্রলোক আমায় দেখে ভিতরে ডেকে নিলেন। বললেন, আসুন, আপনি অনুষ্ঠানের ছবি তোলার জন্য এসেছেন, তাই তো? ভদ্রলোকের ভুল ভাঙিয়ে আমার যাত্রার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলে ফেলি। শুনেই তাঁর মুখে এক পরিবর্তন লক্ষ করি। বুঝি আমার কথা পৌঁছেছে এক সহমর্মীর কানে। আমার নাম শুনেই বলেন, আরে আমিও বাঙালি, আমার নাম অভিজিৎ মিত্র। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে নেমেছেন আপনি, আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন। তারপরেই বলেন, অনুষ্ঠান হয়ে গেলে আমাদের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা কর্নেল চৌহানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আপনার মিয়ানমার সংক্রান্ত প্রশ্ন ওঁকেই করতে পারেন। দূতাবাসে পা রাখার একমুহূর্ত আগেও ভাবতে পারিনি এতটা আন্তরিকতা পাব। নেতাজির স্পিরিটে অভিজিৎবাবু আমাকে এক নিমেষে নিজের লোক করে নিলেন। আমি কৃতজ্ঞ থাকলাম। যথাসময়ে অনুষ্ঠান শুরু হল। পতাকা উত্তোলন এবং উদ্বোধনী সংগীতের পর রাষ্ট্রপতির ভাষণ পাঠ করলেন হাইকমিশনার শ্রী মৃদুল কুমার। উপস্থিত সকলকেই রাষ্ট্রপতির ভাষণের একটি করে কপি দেওয়া হয়েছিল। খুঁটিয়ে পড়ে দেখলাম, তাঁর ভাষণে ভারত গঠনের ইতিহাসে গান্ধীজি এবং আম্বেদকার থাকলেও নেতাজি কিংবা নেহরু–কেউই উপস্থিত নেই। তিনি হয়তো ভুলে গিয়েছেন ভারতের প্রথম প্ল্যানিং কমিশন ছিল নেতাজির মস্তিষ্কপ্রসূত। স্বাধীনতার নয় বছর আগে ১৯৩৮ সালেই ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কীভাবে দেশের অর্থনীতি এবং সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হবে তার পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন নেতাজি। এই কাজে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা এবং সেই প্ল্যানিং কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল জওহরলাল নেহরুকে। কেবল জনআন্দোলনের নেতৃত্বই নয়, তাঁর মতো দূরদর্শী কূটনীতিজ্ঞ এবং দেশ গঠনের কারিগর ভারতের ইতিহাসে সম্ভবত আর আসেননি। যুদ্ধের সময়ও দেখা গেছে আজাদ হিন্দ সেনার পাশাপাশি নেতাজি গড়ে তুলেছেন আজাদ হিন্দ দল–যাদের কাজ ছিল সেনার পিছুপিছু এগোনো। যুদ্ধ শেষ হলেই যাতে শহরে এবং গ্রামে অরাজকতা ছড়িয়ে না পড়ে তাই এই প্রচেষ্টা। ইতিহাসের এক সুবিধাবাদী চয়ন যখন দেশের সর্বোচ্চ আসন থেকে আসতে শুরু করে এবং তা রাজনৈতিক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে অক্ষম হয়, তখন সেদেশের যে ঘোর দুর্দিন সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

অনুষ্ঠান শেষে কথা হয় শ্রী মৃদুল কুমার, কর্নেল চৌহান এবং ড. বরুণ জেফ–এর সঙ্গে। কর্নেল চৌহান নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা গোপন রাখেন না। ড. জেফ সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। আমি ভাবি এসবই সম্ভব হয় নেতাজির প্রতি সাধারণ মানুষের অন্তরের ভালোবাসার জন্য। নেতাজি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি না থেকেও আছেন। সহস্র প্রোপাগান্ডাতেও তাঁর দেশপ্রেম এবং চরম বলিদান ভারতবাসী ভোলেনি। প্রতিনিয়ত তাঁর আত্মা কাজ করে চলেছে কারও না কারও হৃদয়ে। আমার ভালো লাগে এই ভেবে যে, সামান্য এই নাগরিকের হাত ধরে আজাদ হিন্দের পতাকা আজ প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের এক রাষ্ট্রদূত এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষের হাতে ধরা দিল।

প্রজাতন্ত্র দিবসে মালয়েশিয়াতে ভারতের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা কর্নেল চৌহানের সঙ্গে লেখক।